রচনা প্রতিযোগিতা – ২০২৪

প্রতিযোগির নাম	: ইসরাত জাহান মাহি
পিতার নাম	: মো: মনিরুল ইসলাম
মাতার নাম	: আইরিন সুলতানা মুন্নি
শ্রেণি	: ৯ম
রোল নম্বর	: ০৬
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	: কুষ্টিয়া হাই স্কুল, কুষ্টিয়া
রচনার বিষয়	: ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব
মোবাইল নম্বর	: ০১৩১৯-৪৪৫৭৭২

ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব

"An aimless life is like a boat without a rudder."

—T.S. Tommer

ভূমিকা:

উপরোক্ত এই প্রবাদটি যথাযথ ও সঠিক। কারণ সত্যিই দাঁড় ছাড়া যেমন নৌকা চলে না। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া মানবজীবনও একেবারেই অর্থহীন। জীবন যে তো পদ্ম পাতায় শিশিরবিন্দু। হাওয়ার একটু দোলাতেই স্থানচ্যুত হতে পারে। তাই যেই সংক্ষিপ্ত জীবনে সাফল্য আনতে মানুষ মাত্রই জীবনের শুরুতে একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য স্থির করে নেওয়া অত্যাবশ্যক। লক্ষ্যস্থিরের মাধ্যমেই শৈশবের জীবন হতে পারে সুন্দর ও দিকভ্রষ্টহীন। আমাদের মনে রাখতে হবে—

"সংসার সিন্ধুতে ধ্রুবতারা সম স্থির লক্ষ্য চাই,
লক্ষ্যবিহীন জীবনতরণী কূল নাহি কভু পায়।"

সংস্কৃতির সংজ্ঞা:

ইংরেজি 'Culture' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হলো মানুষের জীবনপদ্ধতি। ক্ষুদ্র-

তর অর্থে সংস্কৃতি বলতে বুঝায় মার্জিত রুচি বা অভ্যাস-জনিত উৎকর্ষ। যেকোনো সমাজের সংস্কৃতি বলতে ঐ সমাজের প্রচলিত জীবন প্রণালীকে বুঝানো হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা:

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সংস্কৃতিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো:

সমাজবিজ্ঞানী জোনস বলেন, 'Culture is the sum of man's creations.

ম্যালিনোস্কির মতে, মানুষের এমন সব কর্মই সংস্কৃতি, যার মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্য অর্জন করে।

সমাজবিজ্ঞানী টেইলর তার Primitive culture গ্রন্থে বলেন, 'সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জিত আচরণ, ব্যবহার, জ্ঞান, শিল্প-কলা, নীতি-প্রথা, আইন ইত্যাদির সমাবেশই হলো সংস্কৃতি।'

সমাজবিজ্ঞানী আর. টি. শেয়ার তার Sociology (1983) গ্রন্থে বলেন, 'সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজ থেকে অর্জিত এবং সামাজিকভাবে উত্তরসূরীদের মধ্যে বর্তায় এমন আচরণসমূহের সামগ্রিক রূপ।'

সমাজবিজ্ঞানী পি.এ সরোকিন তার Social and Cultural Dynamics গ্রন্থে বলেন, দু'জন ব্যক্তির চেতন ও অচেতন ব্যবহারের যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া তার ফলে সৃষ্ট ও পরিবর্তিত যা কিছু তার সমগ্রকতাই সংস্কৃতি। তার মতে, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, কলা সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

জীবনের লক্ষ্য স্থির করার প্রয়োজনীয়তা :-

জীবনের সুস্থ যাপনের জন্য তার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা অভিমুখ থাকা একান্ত জরুরি। জীবনের অনেকটা সময় অনেকভাবে আমরা অপচয় করে থাকি, যার কোনো ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হয় না। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কোনো না কোনো স্বপ্ন থাকে। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্যই জীবনে একটা অর্থবহ লক্ষ থাকা দরকার।

এই প্রসঙ্গে ডা. লুৎফর রহমান-এর বক্তব্য স্মরণীয়—

" জীবনের প্রথম থেকে ঠিক করে নাও তুমি কোন কাজের উপযুক্ত। এটা একবার, ওটা একবার করে যদি বেড়াও তাহলে তোমার জীবনের কোনো উন্নতি হবে না। এরূপ করে অনেক লোকের জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তোমার যেন তা না হয়।"

জীবনে পেশার প্রয়োজনীয়তা :-

সকলের লক্ষ্যই তার ভবিষ্যৎ পেশার সাথে সম্পর্ক-যুক্ত। পেশা হলো কোনো ব্যক্তির কোনো নির্দিষ্ট বা বিশেষ বিষয়ে শিক্ষালাভ বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পরবর্তী জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য চাকুরী বা অন্য কোনো বৃত্তিবিশেষ। এর

মাধ্যমে ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহ করে বা অর্থ উপার্জন করে থাকে। প্রত্যেকটি মানুষেরই বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন। তাই সকলেই তার জীবনের লক্ষ্য স্থির করে এমন কিছু করে যাতে সে অর্থ উপার্জন করতে পারে। কিন্তু মানব-জীবনে লক্ষ্য হওয়া উচিত অপরের কল্যাণসাধন করার মতো কিছু করা।

ক্যারিয়ার নির্বাচনের সঠিক সময় :-

ছাত্রজীবন আসলে তপস্যার সময়। এই সময় কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের সময়। তাই ছাত্রজীবনেই কোনো অর্থবহ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সঠিক পথে পরিশ্রম ও মনপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করলে লক্ষ্যে পৌঁছে জীবনকে সার্থক করা যায়। তাই ছাত্রাবস্থাতেই একটি লক্ষ্য স্থির করে তাকে বাস্তব রূপ-দান করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হয়।

লক্ষ্য পূরণের ভিত্তিস্থাপনা :-

ছোটবেলা থেকেই আমার ডাক্তার হয়ে ওঠার প্রবল বাসনা ছিল। আমি চাইতাম পীড়িত মানুষদের সেবা করতে। শৈশবকাল থেকেই মানুষের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা আমায় কষ্ট দিতো, আমি

তাদের ব্যাথা উপশমের চেষ্টা করতাম। তাই সেই সময় থেকেই স্বপ্ন দেখতাম বড় হয়ে ডাক্তার হওয়ার, ডাক্তারি নিয়ে পড়ার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার শুরু।

উপসংহারঃ-

আমরা আজ এই পারস্পরিক হিংসা হানাহানির যুগে এই কঠিন সময়ে ভালো কিছু করার কথা, অন্যের বিষয়ে ভাববার কথা ভুলতে বসেছি। কেউ আজ আত্মস্বার্থের কথা ভুলে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগের কথা ভাবলে সে সমাজে উপহাসের পাত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। তবু আশা রাখি যে আজ যা আমার স্বপ্ন, আমার জীবনে তাকে বাস্তবায়নের পথে আমি সফল হবো। আমার এই স্বপ্নের পেছনে ছুটতে গিয়ে যদি কোন দুর্বলতা অনুভব হয় তখন আমি এ.পি.জি আব্দুল কালাম সাহেবের এই উক্তি মনে করি:—

"স্বপ্ন সেটা নয় যেটা মানুষ
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন
সেটাই যেটা পূরণের প্রত্যাশা
মানুষকে ঘুমাতে দেয় না।"